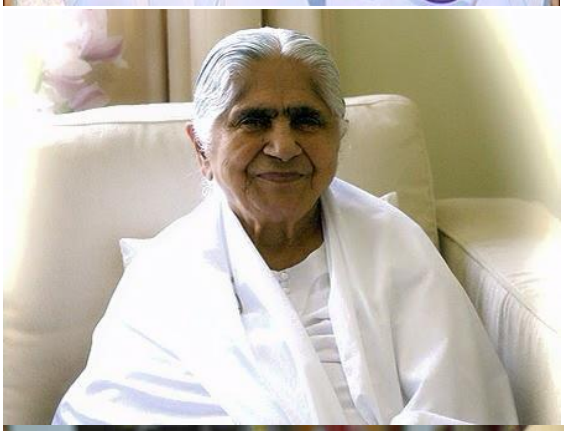

“সত্যযুগ - এক অনমোল রচনা।”

-ফেব্রুয়ারী ২০১৫

“অব্যক্ত ইশারা।”

স্বমানে থাকো আর সকলকে সম্মান দেও।

১) নিজের প্রাপ্ত করা স্বমানের সম্মানে থাকো আর অন্যদেরকেও সম্মান দিয়ে দেখো। যেই রকম বাবা সকল বাচ্চাদেরকে সম্মান দেয় তো বিশ্বের সর্ব আত্মাদের কাছ থেকে সম্মান পায়। দেবতা অর্থাৎ যে দেয়। যদি এই জন্মে সম্মান না দেও তো দেবতা কি করে হবে ! অনেক জন্মে সম্মান কিকরে প্রাপ্ত করবে?

২) ব্রহ্মা বাবা সদা বাচ্চাদেরকে সম্মান দিয়ে নিজেকে বাচ্চাদের সেবাধারী বলেছে। ছোট বাচ্চাদেরকেও সূক্ষ্মানের স্নেহ দিয়েছে , সর্ব শ্রেষ্ট বিশ্ব কল্যাণকারী রূপে দেখেছ। কুমারীকে বা কুমারকে , যুব স্তিতি যাদের আছে তাদেরকে সদা বিশ্বের নামিগ্রামি মহান আত্মাদেরকে চ্যালেঞ্জ যারা করে , অসম্ভবকে সম্ভব যারা করে , মহাত্মাদেরও যাদের কাছে মাথা ঝোকে - এই রকম পবিত্র আত্মার সম্মানে দেখেছে। সকলকে স্বমান আর সম্মান দিয়েছে , এই রকমই বাবাকে অনুসরণ করো।

৩) ব্রহ্মা বাবা কখনো এই রকম ভাবেনি যে এ আমাকে সম্মান দিলে তবে আমিও সম্মান দেবো। যে সম্মান দেয় সে নিন্দুকেও নিজের মিত্র ভাবে। যে গালি দেয় তাকেও নিজের ভেবে স্নেহ দিয়েছে। সারা দুনিয়াই হলো আমার পরিবার। সর্ব আত্মাদের ডালপালা হলো তোমরা ব্রাহ্মনেরা। এই সব ডালপালা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আত্মারাও মূল ডালপালার থেকে বের হয়েছে। তো সকলে নিজের হলো না। এই রকম স্বমানধারী হয়ে নিজেকে মাস্টার রচইতা ভেবে সকলকে সম্মান দিতে থাকো।

৪) এখন শিক্ষা দেওয়ার সময় চলে গেছে। এখন স্নেহ দেও , সম্মান দেও , ক্ষমা করো। শুভ ভাবনা রাখো , শুভ কামনা রাখো , এটাই হলো শিক্ষার বিধি। এই নতুন বিধির দ্বারা সকলকে সমীপ নিয়ে আশ। যতো এক দুজনকে সম্মান দেবে ততই সারা বিশ্ব তোমাদের সম্মান করবে , সম্মান দিলে সম্মান পাবে।

৫) স্বমানে থাকো তো অভিমান সমাপ্ত হয়ে যাবে। সাথে সাথে যে স্বমানে স্তিত থাকে তাদের নিজের থেকেই সকলের থেকে মান প্রাপ্ত হয়। নিজের শ্রেষ্ট স্বমানে স্তিত থেকে সকলকে সম্মান দেও তো সকলের সত্কারী হয়ে যাবে। ছোট,বড়,মহারথী বা প্যেয়াদা সকলকে সত্কারের নজর দিয়ে দেখো।

৬) যেটা হলো বাবার মহিমা সেটাই হলো তোমাদের স্বমান। যখন তোমরা তোমাদের স্বমানে স্তিত থাকবে তো যে কোনো প্রকারের অভিমান দেহের হোক , নামের , সেবার বা বিশেষ

গুনের অভিমান নিজের থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে আর অভিমান সমাপ্ত হলে বিঘ্ন বিনাশক হয়ে যাবে।

৭) স্বমানে যে স্তিত থাকে সে সদা নির্মান হয়ে থাকবে , এর থেকে সকলের থেকে নিজের থেকেই মান প্রাপ্ত হতে থাকবে। সম্মান দিলে , স্বমানে স্তিত হলে , প্রকৃতি দাসীর সমান , স্বমানের অধিকারের রূপে মান প্রাপ্ত হতে থাকবে। মানের ত্যাগে সকলের মাননীয় হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে যাবে। স্বমানে স্তিত হয়ে , নির্মান হয়ে , সম্মান দেওয়াই নেওয়া হয়ে যায়। সম্মান দেওয়া অর্থাৎ ওই আত্মাকে উমং-উত্সাহে এনে আগে এগিয়ে দেওয়া।

৮) লৌকিক রূপেও কেও যদি পুন্যের কাজ করে তো সকলের আগে মাননীয় হয়ে যায় কিন্তু এই সময়ের পুন্যের ফল পূজনীয় আর মাননীয় দুটোই হয়ে যাও। তো নিজেকে নিজে জিগেশ করো , যে এই রকম পুন্যের কাজ কি করি ? নাকি সংকল্প আসে যে আমার সম্মান কেন রাখা হয় না , আমাকে সকলে সম্মান কেন দেয় না ... এই নেওয়ার ভাবনা হলো রয়াল ভেখিরিপনা।

৯) যেই রকম কোনো বড় অফিসার বা রাজা যখন নিজের স্বমানের সিটে স্তিত থাকে তো অন্যরাও তাকে সম্মান দেয়। যদি নিজে সিটে না বসে তো তার আদেশ কেও মানে না। এই রকমই যতক্ষণ তোমরা নিজের স্বমানের সিটে স্তিত হবে না তো মায়াও তোমাদের আগে সারেন্ডার হবে না। স্বমান্ধারী বাচ্চাদেরই সারা কল্পে সম্মান করা হয়। এক জন্ম সেমান্ধারী , সারা কল্প সম্মানধারী।

১০) এই রকম স্বমানে যে থাকে সেই বাচ্চাদেরকে বাবাও সম্মান দেয়। বাবা বাচ্চাদেরকে সদা নিজের থেকেও আগে রাখে। সদা বাচ্চাদের গুনের গায়ন করে। প্রত্যেক দিন সিক বা প্রেম দিয়ে সরণ আর ভালবাসা দেওয়ার জন্য পরমধাম থেকে সকার বতনে আসে। ওখান থেকে পাঠিয়ে দেয় না কিন্তু এসে দেয়। এতো শ্রেষ্ট সম্মান আর কেও দিতে পারে না। বাবা নিজে সম্মান দিয়েছে , তাই অবিনাশী সম্মানের অধিকারী হয়েছ।

১১) ব্রাহ্মন জীবনে যতো ব্রাহ্মনেদের তোমাদের প্রতি স্নেহ আর সম্মান হবে , অন্তর দিয়ে সন্তুষ্ট হবে , ততই তোমরা পূজ্য হবে। পূজ্য হওয়ার জন্য স্নেহ আর সম্মান থাকতে হবে। তো যখন জর চিত্রের পুজো হবে তখন এতটাই স্নেহ আর সম্মান পাবে। সারা কল্পের প্রালোব্ধ এখন বানাতে হবে।

১২) সংগঠনে স্নেহ আর আশির্বাদ নেওয়ার জন্য বালক আর মালিকের পাঠ পাক্কা করে এক দুজনকে আগে এগিয়ে , এক দুজনের বিচারকেও সম্মান দিয়ে আগে এগোতে থাকো তো সফলতা আর সফলতা হবে। যেখানে নির্শার্থ স্নেহ আছে সেখানে সম্মানও দেওয়া হবে আর নেওয়াও হবে। দেতা হয়ে সহযোগ দেও। কথা দেখো না , স্বমানে থাকো আর সম্মান দিয়ে এক দুজনের সহযোগী হও।

১৩) যে কোনো আত্মাকে যদি তোমরা মন থেকে সম্মান দেও , কমজোর আত্মাকে উমং-উত্সাহে আন তো এটা হলো অনেক বড় পুণ্য ! যে পরে গেছে তাকে আরো ফেলে দিতে হবে না , গলা লাগাতে হবে অর্থাৎ সহযোগ দিয়ে বাবার সমান বানাতে হবে | সমর্থ হয়ে সমর্থ বানাতে হবে | যে আগের থেকেই কমজোর আত্মা তার কমজোরী না দেখে সহযোগ দেও তো আশির্বাদ পাবে | আশির্বাদ দেও , আশির্বাদ নেও | সম্মান দেও আর মহিমার যোগ্য হও |

১৪) নিজেও সদা স্বমানে থাকো , অন্যদেরকেও সদা স্বমানে দেখো | স্বমানে দেখবে তো যে কোনো কথাই হোক না কেন , যদি কাওকে পছন্দ নাও হয় তো তার দিকে নজর যাবে না কারণ সকলে হলো বিশেষ আত্মা , বাবার পালনা নেওয়া ব্রাহ্মন আত্মা |

১৫) ব্যার্থকে শেষ করার জন্য অমৃতবেলা থেকে রাত অবধি “স্বমান আর সম্মান” এই দুটো শব্দ বাস্তবে আন | কেও কেমনই হোক না কেনো , আমাদেরকে সম্মান দিতে হবে | সম্মান দেওয়া , স্বমানে স্তিত হওয়া , দুটোরই ব্যালান্স দরকার | এমন না যে কেও সম্মান দিলে তাহলে আমিও সম্মান দিবো , না | আমাকে দাতা হতে হবে | আমি হলাম দাতার বাচ্চা দাতা | সে দিলে আমি দেবো , এটা তো ব্যাপ্পা হয়ে গেলো , দাতা হলো না |

১৬) যেই রকম বাবার দৃষ্টি বা বৃত্তিতে প্রত্যেক বাচ্চার জন্য স্বমান আছে , সম্মান আছে , এই রকমই নিজের দৃষ্টি বৃত্তিতে স্বমান আর সম্মান | সম্মান দিলে যেটা মনে আসে যে এ বদলে জাক , এটা এ যেন না করে , এটা এমন যেন হয় , সেটা শিক্ষা থেকে হবে না কিন্তু সম্মান দেও তো মনে সংকল্প থাকবে , এটা হোক , এ যেন বদলে যায় , এ এমনটা যেন করে , সেটা করতে থাকবে | বৃত্তির থেকে বদলে যাবে , বললে হবে না |

১৭) আত্মিক স্নেহের চিহ্ন হলো - অন্যদের কমিকে নিজের শুভ ভাবনা , শুভ কামনা দিয়ে পরিবর্তন করো | সম্মান দেওয়াতে , স্বমানে থাকতে উধাহরণ হও , নাম্বার নিয়ে নেও | স্ব স্তিতি সদা যেন বিজয়ী থাকে , সেটার সাধন হলো - সদা স্বমান আর সম্মানের ব্যালান্স |

১৮) যেই রকম ব্রহ্মা বাবা আদি দেব হওয়া সত্তেও , ড্রামার প্রথম আত্মা হওয়া সত্তেও সদা বাচ্চাদেরকে সম্মান দিয়েছে | নিজের থেকেও বেশি বাচ্চাদের সম্মান আত্মাদের দ্বারা প্রাপ্ত করিয়েছে তাই প্রত্যেক বাচ্চাদের মনে ব্রহ্মা বাবা মাননীয় হয়ে গেছে | তো সম্মান দেওয়া অর্থাৎ অন্যদের অন্তরে স্নেহের বীজ বপন করে দেওযা | তো বর্তমান সময়ের দরকার এটা আছে যে এক দুজনকে সম্মান দেওয়া আর নিজের উচু স্বমানে থাকার |

“দাদী প্রকাশমনির অমৃত বচন |”

“নব নির্মানের নিমিত্র যদি হতে চাও তো ঈশ্বরীয় মর্যাদার কঙ্গন দৃঢতার সাথে বেধে নেও |”

১) যেই রকম সারা বিশ্বতে এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় আনকমন(uncommon) আছে কারণ এটাকে যে চালায় সে হলো আনকমন(uncommon) |সে হলো অলৌকিক আর পারলৌকিক | এই রকম অলৌকিক আর পারলৌকিক বাপদাদার আমরা সকলে ছাত্ররাও হলাম অলৌকিক তাই আমাদের জীবনও হলো অদ্ভূত আলাদা , চমত্কারি আর স্নেহের | দুনিয়াতে সন্যাসী অনেক , যোগী অনেক , বিদ্যান অনেক , ধার্মিক নেতা অনেক , ভৌতিক কথার রিসার্চ যারা করে তারা অনেক আছে , কিন্তু বিশ্বের নবনির্মান যেই সংস্থা করে সেটা কেবল মাত্র একটাই আছে | তোমরা সকলে এখানে এসেছ নবনির্মান করার জন্য | তোমাদের যেই দিন জ্ঞানে নতুন জন্ম হয়েছিল - সেই দিনকে বলা হয় নিউ বার্থ ডে | যখন থেকে আমরা শিববাবার এই বিদ্যালয়ে দাখিল হয়েছি সেই তারিখই হলো আমাদের অলৌকিক বির্থ ডের তারিখ | ওই ঘড়ির থেকে আমাদের সম্মন্ধ অলৌকিক হয়ে গেছে | বৃত্তি-ভাইব্রেশনও অলৌকিক হয়ে গেছে |

২) এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নেই যেখানে প্রত্যেককে ঈশ্বরীয় মর্যাদার কঙ্গনে বাধা হয় | এখানে আমাদেরকে এই কঙ্গন বাধা হয়েছে | বাপদাদার আমাদের কাছে এই আদেশ আছে , এই নিয়ম আছে | ওই সময় থেকেই আমরা সকলে এই দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি যে আমাদেরকে অনেক আত্মাদের আর নিজের জীবনের নব নির্মান করতে হবে | তো যে নির্মান করে তাকে দৃঢ় বানানোর জন্য, মহান বানানোর জন্য , নিজেকে পাক্কা কঙ্গন বাধার জন্য তোমরা সকলে এখানে এসেছ |

3) আমি জানতে চাই যে কারো নৌকা মধ্যেখানে থেমে যায় না তো ? আমার নৌকা দায়িত্ব কি ঈশ্বরের হাতে পাক্কা আছে ? আমরা সকলে হলাম যাত্রী ! নৌকাতে বসে আছি | আমাদের নৌকা এখন ঈশ্বরের হাতে | সে বলে যে নৌকা চলবে ঝড় বৃষ্টি আসবে কিন্তু ঘাবড়ে যাবে না | কারণ যে ঝড় বৃষ্টি পার করে আগে এগিয়ে যায় তাকেই মহাবীর বলা হয় | নিজের পা নৌকা থেকে মরার আগে পর্যন্ত নামাবে না | এটা তো পাক্কা আছেই | প্রশ্ন এটাই যে নিজের অলৌকিক জীবন কি পাক্কা আছে ?

৪) আমরা সকলে হলাম অষ্ট ভুজাধারী , আমাদের অষ্ট ভুজাতে অষ্ট অস্ত্র আছে | এই অস্ত্র হলো অস্ত শক্তি | তো চেক করো - আমার ভুজাতে প্রত্যেক অস্ত্র ঠিক-ঠাক আছে তো ? কোনো কিছু ভেঙ্গে তো যায় নি ? রোজ অমৃতবেলাতে চেক করো যে আমরা অষ্ট অস্ত্রধারী আছি | অমৃতবেলাতে যেমন শক্তির জন্য খাওয়া দাওয়া করো , সেই রকমই সকাল-সকাল নিজের অষ্ট শক্তিকে নিজের কাছে অভ্যাস করাও | এমন যেন না হয় যে কোনো শক্তি বেশি আছে আর

কোনোটা কম আছে | চেক করো সব শক্তি সমান আছে নাকি কম বেশি আছে ? চেক করো কোনটার প্যাচ ঢিলা তো নেই ?যেই রকম গাড়ি চলতে চলতে তখনই দাড়িয়ে পরে যখন পেট্রলের মধ্যে মেশানো অন্যকিছু আছে | এই রকমই যদি আমাদের মধ্যে একটুকো যদি কমজোরী আছে তো আমরা অলৌকিক জীবনের আনন্দ নিতে পারবো না | যেই রকম বাবা বলেছে বাচ্চে স্বদর্শন চক্র চালাও নাকি নিজেই চক্করে এসে যাও ? তো দেখো আমাদের জীবন চক্কর থেকে বের হয়ে গেছে ? স্বদর্শন চক্র আমাদের হাতে আছে ?

৫) বাবা বলে - ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারী মানে সঙ্গমে জীবন্মুক্ত অর্থাৎ সংস্কারের থেকে মুক্ত | যে এখন সংস্কারের থেকে মুক্ত হবে সেই মুক্তি জীবনমুক্তি পেতে পারবে | তো প্রথমে চেক করো আমি সারা দিনে কতো সময় মুক্ত থাকি ? নিজের সংস্কারে আমার স্তিতি মুক্ত থাকে কি ? নাকি আমি উপহার তো জীবনমুক্তির নিচ্ছি কিন্তু এখন আমি সংস্কারের বন্ধনে বাধা আছি ? যদি আমি সংস্কারের বন্ধনে বাধা আছি তো স্বতন্ত্র না পর্তন্ত্র আছি | এই চার্ট চেক করো - আমি লৌকিক থেকে বের হয়ে অলৌকিক জীবনে , অলৌকিক দুনিয়া নির্মানকারী , অলৌকিক সংস্কারী ব্রহ্মাকুমার নাকি শুদ্র কুমার ?

৬) আমি কি নিজেকে সর্ব শক্তিতে সমর্থ অনুভব করি ? আমার কোনো শক্তি নির্বল তো নেই ? নিজের অলংকার ছেড়ে আমি অন্যদেরকে দোষী তো বানাই না ? এ এমন করেছে তাই আমি এমন করেছি , এ বলেছে তাই আমিও বলেছি | আমি তাকে বলি তুমি নিজের শক্তি তাহলে কি দেখালে ! - বাবা বলেছে - বাচ্চে তুমি হলে পুণ্য আত্মা তো আমার প্রত্যেক কদমে , খান পানে , বোল চলনে সব কিছুতে পুণ্য হয় ? পুণ্য করতে করতে কোনো পাপ তো করে নেও না যার ফলে ১০০ গুন দন্ড প্রাপ্ত হবে |

৭) আমার সদা এই চিন্তা থাকে - যে আমার দ্বারা এমন কোনো ব্যবহার বা বোল চাল না হয় যার ফেল ধর্মরাজের আগে ঝুকে পড়তে হয় | এটাই আমার ভয় আছে | বাকি আমি কারো থেকে ভয় পাই না ,আমার শত্রু হলো রাবন | বাকি সকলে হলো মিত্র | রাবনেকও স্নেহের সাথে বলি - ও রাবন এখন তোমার রাজ্য পুরো হলো | এখন তুমি বিদাই নেও | তাকেও আমরা বকা দিয়ে তারাই না | যখন আমরা শীতল হয়ে যাই তখন ও নিজের থেকেই চলে যায় | রাবন হলো বেচারা , আমরা কোনো বেচারা না | এখন তো ওর রাজ্য চলে যাচ্ছে , আমার বাবার রাজ্য আসছে - তাই আমার কারো থেকে ভয় নেই |

৮) আজকে প্রত্যেকে নিজেদের ডায়রিতে নোট করো যে আমি আমার পুরনো সংস্কারের থেকে মুক্ত হওয়ার পাঠ পাক্কা করেছি কি ? যদি কেও সংস্কারের বসে হয় তার মানে সে জেলে বাধা আছে | যখন কেও বলে যে আমি কি করবো , আমার এটাই সংস্কার ! তখন আমার তার জন্য খুব দয়া হয় | আমি বলি যে তুমি এই সুন্দর সঙ্গমের সর্নিম লটারিকে কেন শেষ করো ? যখন সাহারা আমার বাবা আছে , তো তার সাহারা ছেড়ে সংস্কারের সাহারা কেনো নাও ? সেটা কেন প্রধান বানিয়ে দেও ? তুমি বাবার সাহারা নিয়ে এ সব কে শেষ করো |যে নিজের সংস্কারকে বাবার চরণে অর্পণ করে সেই রাজ তিলক পায় | সংস্কারকে মেরে দেও তো সব ঝগড়া সমাপ্ত হয়ে যাবে |

৯) নিজেদের মধ্যে কখনো-কখনো বিচার না মেলার কারণে পার্টিবাজি হয়ে যায় | নিজেদের মধ্যে কোনো কথার মতভেদ হবে - বলবে আচ্ছা দেখিয়েদেবো , বলেদেবো ... আরে কাকে দেখিয়েদেবে , বলেদেবে ? আমি দেখেছি - একটুকু রুচি না হলে বলবে যাও - গিয়ে করো | নিজে ঘুমিয়ে পরে , ভাবে সহযোগ দিলে কাজ হয়ে যাবে | যদি না দেই তো বন্দ হয়ে যাবে | বুদ্ধি একদম বিপরীত হয়ে যায় | বাবা বলে বাচ্চে তোমাদেরকে সঙ্গমে সেবাধারী হয়ে থাকতে হবে | বাবার সহযোগী হয়েছ তো কোনো স্থান থেকে এমন কোনো রিপোর্ট যেন না আসে | কখনো পার্টিবাজি করবে না , কখনো নিজের তিক্ত বুদ্ধি চালাবে না , কখনো শয়তানি করবে না ... বাবার ঘরে কারো এমন কিছু চলতে পারে না | এমন যে করবে সে চলতে পারবে না | তোমরা নিজের সংস্কারের তিক্ত বুদ্ধি কাকে দেখাও | বাবাকে ? ব্রাহ্মন কে ?

১০) বাবা আমাদের সকলকে নাম দিয়েছে - তোমরা হলে বিশ্বের নব নির্মাতা | আমরা সকলে হলাম নিজের জীবনের আর বিশ্বের নব নির্মাতা |আমরা হলাম বিশ্বের নির্মাতা | নির্মাতা অর্থাৎ মা হয়ে , মাতৃ স্নেহ দিয়ে নির্মান করা তাই নিজের চার্ট চেক করো | অষ্ট শক্তিকে রোজ দেখো আর নিজের শয়তানিকে সমাপ্ত করার সংকল্প করো | যখন নিজের সব পুরনো অভ্যাস সমাপ্ত হবে তখন জয়জয়কার হবে |

১১) পুরুশার্থের জন্য প্রত্যেককে অনেক সহজ সাধন প্রাপ্ত হয়েছে | স্বতন্ত্র হয়ে সত্যিকারের সন্যাসী জীবনে থাকা শেখ | কুমার তো একা থাকতে পারে , একা সেবাতে যেতে পারে | বুদ্ধির দান দিতে পারে | কুমারের ওপরে চিন্তার ৮৪ র টুপি নেই | সব থেকে অধিক ভাগ্যবান হলে তোমরা | একেবারে স্বতন্ত্র | এক বাবাকে সরণ করো | তোমাদের সহজেই মুক্তি প্রাপ্ত আছে | এক বাবাকে সখা বানিয়ে খেলা করো ... এর থেকে একা হওয়ার অনুভূতি শেষ হয়ে যাবে | একা হওয়ার অনুভব হলো ফালতু অনুভব | তোমরা হলে ফ্রি , কামাও মস্তি করো , তোমাদের কোনো চিন্তা নেই | কুমারী জীবন হলো বন্ধনের জীবন | কুমারের পার্ট হলো বন্ধন মুক্ত পার্ট | তনের শক্তি , মনের শক্তি , ধনের শক্তি |

১২) তোমরা হলে বাবার লক্কি বাচ্চা | যেখানে কুমার আছে সেখানে ফুলের তোরা ফলীভূত আছে | কিন্তু পার্টিবাজির থেকে আমি নমস্কার জানাই | পার্টিবাজির সংস্কার এটা ছেড়ে যাও | ঈশ্বরীয় বন্ধনের কঙ্গন বাধ | এই জীবন হলো হর্ষিতমুখ থাকার | হাসি মজা না | হাসি মজাও খুব ক্ষতি করে | এই জীবন হলো রুহ রিহন করার | ফালতু কথা বলার না তাই বসে নিজেদের মধ্যে রুহ রিহন করো | তোমার আমার কথা বলা , বসে একে ওপরের কমির বর্ণন করা , এটা মর্যাদা না | বোনেদের সাথেও একা বসে কথা বলা এটাও ব্রাহ্মনেদের মর্যাদা না | যে মর্যাদার লাইনকে ছারে , সে নিজের স্বমানকে ছেড়ে দেয় |

১৩) দেহের আকর্ষণও হলো বিষাক্ত সাপ | একজন আকর্ষণে আসে ১০০ জনের ওপরে দাগ লাগে | এই রকম দাগ কারো ওপরে লাগবে না | বাবার এটা শক্ত আদেশ আছে | কেও বলে আমাদের সেন্টারে যেন ভজন প্রাপ্ত হয় | আমি বলি বাবার ঘর অর্থাৎ তোমাদের ঘর | ভোজনের কথা নেই কিন্তু দেখা গেছে এর দ্বারাও ঈশ্বরীয় মর্যাদা ভেঙ্গে যায় , তাই এটাও হলো বন্ধন | কারো

কারো এই বন্ধনও খুব করা বলে মনে হয় | কিন্তু এই বন্ধনই আমাদের স্বমানকে আগে এগিয়ে দেবে |

১৪) আমাদের নিয়ম হলো - যতো আমরা পবিত্র ভজন খাবো ততই ভালো , কিন্তু কোনো কুমার যদি তার মার সাথে থাকে আর বলে যে আমি আমার হাতে বানিয়ে খাবো - তো এর থেকে অনেক বড় অসুবিধে হয় , ঝগড়া হয় | ঝগড়া মারামারি করে ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার নাম বদনাম করো - এই রকম দিন যেন না আসে | যতো দূর সম্ভব হয় যোগের শক্তিকে বাড়াও , অভ্যাসের থেকে মুক্ত থাকো - ওম শান্তি |

সিস্টার শিবানীর অনমোল বাণী

আমাদের খুশি কোনো বস্তুর ওপরে নির্ভর হতে পারে না | সব রকমের বস্তু আমাদেরকে আরাম প্রদান করার জন্য তৈরী করা হয়েছে | শারীরিক আরাম আর মানসিক আরামের মধ্যে অনেক অন্তর আছে | খুশি হলো একটা অনুভূতি | খুশি হলো আমাদের ভেতরকার রচনা আর সেটা কোনো বস্তুর আধার না নিয়েই তৈরী করা সম্ভব | আমরা বস্তুকে আধার বানিয়ে অনুভূতি তৈরী করি , কিন্তু অনুভূতি তৈরী করা বা না করা আমাদের ওপরে নির্ভর করে | ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভাবে অনুভব করতে পারে একই বস্তুকে আধার বানিয়ে |

বি.কে সূর্য ভাইয়ের অমৃত বচন।

“জীবন হলো এক খেলা।”

আমাদের এই জ্ঞান হওয়া দরকার যে এই বিশাল বিশ্বের নাটক মঞ্চে সকল মনুষ্য আত্মারা হলো অভিনেতা। আমাদের জীবন আমাদের জন্য এক খেলা। হার-জীত , সুখ-দুঃখ বা লাভ-হানির এই খেলাতে আমাদেরকে নিরন্তর প্রসন্ন থাকতে হবে।

সরণ করো - আমাদের সকলের ছোটবেলা কি ভাবে খেলাতে নিশ্চিন্ত পূর্বক কেটেছে। কিন্তু ধীরে-ধীরে এই খেলাতে খেলা ভুলে গেছি। আমাদের মধ্যে আমার-আমারের অনুভূতি বেড়েছে , , আমাদের ইচ্ছা বেড়েছে , আমরা সংসারে অনেক কিছু দেখা শুরু করে দিয়েছি , যার সাথে আমাদের কোনো সম্মন্দই নেই আর জীবনের এই খেলার মজা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

জীবনের এই খেলাতে আমাদেরকে নিরন্তর কর্ম রুপি খেলনা দিয়ে খেলতে হবে। আমাদেরকে কর্ম করতে হবে , আমাদেরকে মনুষ্যের সাথে ব্যবহারে আসতে হয় , আমাদেরকে সদা নিজের বোলের দ্বারা বার্তালাপ করতে হয় বা আমাদেরকে নিজের পরিবারে ঘনিষ্ট পূর্বক স্নেহ-সম্মন্ধে থাকতে হয়।

এই সকল কথা আমাদের মনে অমিট ছাপ ছেড়ে দেয়। কার কেমন লোকের সাথে সম্মন্দ হয়েছে , কে কোন-কোন বই অধ্যায়ন করেছে , কার বুদ্ধি কেমন , এর ওপরে নির্ভর করে - প্রত্যেকের জীবনের নকশা।

কেও জীবন রুপি খেলাতে কাটা বিছিয়ে নিয়েছে , কেও আবার ফুল ফুটিয়ে দিয়েছে। যে যেমন বীজ বপন করেছে , সেই রকমই ফল খেতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হলো যে মনুষ্য বীজ সেই ছোটবেলাতে বা যুবকালে বপন করে , যখন তার এর পরিনামের স্পষ্ট বোধ হয় নি , আর ফল তাকে তখন খেতে হয় যখন তার চোখ খোলে অর্থাৎ যখন সে বুদ্ধিমান হয়ে যায়।

তো নিজের কর্মকে খেলার মতো করতে হবে। জীবনে আশা পরিস্থিতিকেও খেলার মতো হাসতে-হাসতে পার করে নেও। কথাও থেমে পরবে না। যদি তুমি থেমে যাও তো এই জীবনের খেলার আনন্দ আসবে না। যদি তুমি এই সংকল্প নিয়ে কাজ করবে যে এই কর্ম হলো খেলা তো কর্ম তোমাদেরকে হাপিয়ে পরা অনুভব করবে না আর কর্মে খেলা খেলার মতো আনন্দ প্রাপ্ত হবে।

তো একটু জীবনের প্রতি নিজের দৃষ্টিকোণ বদলে তো দেখো ! দায়িত্বের বোঝ , চলে যাওয়া দিনের চিন্তা বা ভবিষ্যতের ইচ্ছা যদি তোমাদেরকে ভারী করে দেয় ... তো একটু এই সব

কিছুকে খেলা মেনে নেও | খেলাতে কখনো হার কখনো জীত হবেই হবে | এটা সম্ভব না যে কারো গলাতে সদা বিজয়ের হার থাকবে |

হারেও নিরাশা আসার দরকার নেই | হারও হলো খেলার এক মূল পক্ষ | তাই সেটারও আনন্দ নেও , এর থেকেও কিছু শিখে আগে এগিয়ে যাও | এটা সরণে রাখো , আজ হার হয়েছে , কাল জীত হবে | হারের পরে , হওয়া জীতের আনন্দ নেও |

তাহলে জীবনের উঠা-নামা তোমাদের খুশিকে নষ্ট করবে না | তোমরা চতুর ভাবে খেলে জীবন রুপি খেলার আনন্দ নিতে থাকো | হারের সময়ও তোমাদের প্রসন্ন চেহেরা দেখে অন্যরাও জীবনকে খেলা বানানো শিখবে | এই খেলাকে সম্পূর্ণ উমং-উত্সাহের সাথে খেলতে থাকো তাহলে তোমাদের জীবনের যাত্রা জীবনমুক্ত , হেসে-খেলে পূর্ণ হয়ে যাবে , আর তোমরা জীবনের সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে |

অনমোল ঈশ্বরীয় মহাবাক্য - ১৯৯৫-৯৬

১.শ্রেষ্ট সংকল্পের খাতা জমা করতে হবে | ব্যার্থকে বাঁচিয়ে শ্রেষ্ট করতে হবে | মন্সা শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে | যার দ্বারা চমকানো হিরের দৃশ্য বিশ্বতে দেখা দেবে |

২.হিম্মত রেখে , সাহায্যের পত্র হয়ে সফলতাকে জন্ম সিদ্ধ অধিকার অনুভব করতে হবে | সদা এই স্লোগান যেন স্মৃতিতে থাকে যে " সফল করতে হবে , সফলতা পেতে হবে |"

৩. প্রত্যেক সংকল্পে দিব্যতার শক্তি বা বিশেষতাকে নিজের বানিয়ে অবতার রুপে প্রত্যক্ষ হতে হবে |

দাদী গুলজারজির অমৃত বচন |

“নিজের রগে-রগে বাবাকে সমিয়ে নেও তো বিজয় হয়ে পরে আছে |”

তোমাদেরকে দেখে আমার তোমাদের মতো স্বরূপ সরণে আসছে | আমি যখন এসেছিলাম বাবার কাছে তখন তোমাদের থেকেও ছোট অবস্থয়াতে এসেছিলাম | ৯ বছরের আয়ুতে এসেছিলাম | কিন্তু বড় হতে হতে এখন তোমাদের কাছে এসে গেছি | সকলের মনে , মস্তকে , কে দেখা দিচ্ছে ? আমার বাবা , স্নেহের বাবা , মিঠে বাবা | যে কোনো কথা বলো তো প্রথমে বাবার সরণ আসে | যে কোনো ফৈসালা করার আগে কে সরণে আসে ? আমার বাবা | আমার বানিয়েছ তো ! তো বাবার মধ্যে যতো আমার-আমার আসবে ততই বাবা সরণে আসবে | বাবা হলো আমার | প্রত্যেকে কি বলবে ? আমার বাবা | এটা তো বলবে না যে বড় দাদির বাবা | আমার বাবা | যতো আমার পনা থাকবে ততই সরণে সহজেই আসবে | বাবার মধ্যে আমার পনা হলে সহজেই সরণে আসবে | বাবার দ্বারা তো আমরা সব কিছু পেয়েছি | জীবনদান কে দিয়েছে ? বাবা | তোমাদেরকে ব্রহ্মাকুমারী বানিয়ে রাজ্যঅধিকারী কে বানিয়েছে ? বাবা | যদিও শিক্ষকেরাও সেবা করে , কিন্তু হয়েছ কার ? বাবার | প্রত্যেকের মনের ভেতরে কে বসে আছে ? আমার বাবা | তো আমার আমার যতো আনবে ততই ভুলবে না | বাবা হলো বাবাও , শিক্ষকও আর সতগুরুও | বাবার সাথে সর্ব সম্মন্ধ আছে | যে কোনো রূপে বাবাকে সরণ করতে পারো | বাবা আমাদেরকে কি বানিয়েছে ? যোগ্য শিক্ষক বানিয়েছে | সাধারনকে ব্রাহ্মাকুমারি বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক বানিয়েছে | তোমরা সকলে সাধারণ নাকি , তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক | তো নিজের নেশা আছে কি ? নেশা মানে খুশি | নেশা আর্টিফিশিয়াল না | সেটার খুশি আছে | নিজেকে কতো ভাগ্যবান বলে মনে করো , সকালে ওঠার সাথে সাথে সরণে আসে বা আমার ভাগ্য ! বা আমার বাবা ! বা আমার পরিবার | খুশি কতো হয় | বাবার হওয়ার পরে কি পার্তক্ষ হয়েছে ? মুখে সদা খুশি আছে | ভগবান আমার হয়ে গেছে আর কি চাই ! তোমরা অনুভব করেছ ঠিকই , আমার বাবা আসল মন বলে | যা কিছু হোক আমার বাবা বলো , বাবা হাজির ! সাথ তো বাবাই দেয় | ব্রাহ্মাকুমারী হয়েছ তো শেষ অবধি কে তোমাদের সাথী আছে ? বাবাই আছে | কেও হোক বা না হোক কিন্তু বাবা তো আমার আছে না ! এতো নেশা আছে না ! বাবার সাহারা নিয়ে এসেছ | ব্রহ্মা বাবার ব্রাহ্মাকুমারি হয়েছ তো সেটাও পাক্কা আছে | বাবা সাথ দেওয়ার জন্য আছে | যে কোনো জগতে থাকো না কেন , বম্বেতে থাকো , যে কোনো জগতে থাকো না কেনো বাবা আমার সাথে আছে | আমার অধিকার আছে বাবার ওপরে | এমন না যে বাবা হলো আমাদের সকলের কিন্তু বাবা হলো আমার | পার্সোনাল বাবা হলো আমার | যতো আমার পনা হবে ততই বাবার সাহায্য পাবে | যে কোনো কাজ করো প্রথমে

আমার বাবা বলো | আমার পনার যে খুশি আছে , আমার পনার যে সহযোগ আছে সেটা বাবার খুব আছে | যে কোনো পরিস্থিতি আসুক প্রথমে কে সরণে আসবে ? তোমার সাথে যে আছে নাকি বাবা সরণে আসবে ? যদি সাথে যে আছে সে সাহায্য করেও তাহলেও কে তাকে নিমিত্র বানিয়েছে ? বাবা বানিয়েছে না ! তো আমার বাবা রোগে-রোগে যেন সমিয়ে থাকে আর কথা তো আছেই | সেন্টার পেলে , সাথী পেলে , এটা পেলে , বিজয় হবেই কারণ বাবা আমার সাথে আছে | যদি সাথে আছে তো বিজয় আছে | তো বাবা আমার আছে , এটা চেক করো | আমাদের মনে পাক্কা আছে ? সব সময় সরণে আসে ? যদি কোনো জিনিসের সাথে স্নেহ আছে তো সেটা কখনো ভোলো কি ?ন্যাচারাল সরণে আসে , তুমি সরণ করো না করো , সরণে আসবে , এই রকমই বাবাকে রগে-রগে যেন সরণ হয় | যে কোনো কথা হোক আমার বাবা | যদি বাবা আমার সাথে আছে , আমি হলাম বেপরওয়া বাদশা | যে কোনো বিষয়ে আমাদের হার হতে পারে না , যদি বাবা সাথে আছে তো বাবার সাথে স্নেহ যেন হয় | ব্রাহ্মাকুমারি হওয়া মানে বাবার স্নেহী হওয়া | তো নিজেকে নিজে জেগেশ করো এই ফাউন্ডেশন কি পাক্কা আছে ? চলতে ফিরতে যে কোনো কথা হোক বাবা যেন সরণে আসে | যদি কোনো বড় বোন্ও সাথী হয় কিন্তু তাকেও কে প্রেরণা দিচ্ছে ? আমার বাবা | আমার পনা আন | আমার ভোলে না | আমার বাবা তো সব জগতে আছে না ! জীবনের আধারই হলো বাব | যদিও বনের কাছে থাকো কিন্তু কে সামলাচ্ছে ? বাবা | নিজের মনে দেখো , মনে আমার বাবা সমিয়ে আছে ? আমার ফাউন্ডেশন কি ? আমার বাবা | ওম শান্তি |

সত্যযুগ খুব শিগ্রই আসছে ... ওম শান্তি |

ব্রহ্মা কুমারিস ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় |

(Satyug – a monthly magazine from Bengali murli section) .

For further information contact: www.omshanti.com